

Av žb cfo žMj kibxq

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে শুইয়ে দিব যাতে তার পুড়ে যাওয়া অংশ খোলা দিকে থাকে। তারপর ঠান্ডা পানি বা বরফ-পানি এনে পোড়া জায়গায় ঢালব; যতক্ষণ না তার যন্ত্রণা এবং ক্ষতস্থানের গরম ভাব কমে আসে।
- আক্রান্ত স্থানটি ফুলে যাবার আগে সেখান থেকে ঘড়ি, বেল্ট, আংটি (যদি থাকে) কাপড়, ইত্যাদি খুলে ফেলব।
- পুড়ে যাওয়া অংশের কাপড় যদি শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে তবে সেটা না টেনে বাকি কাপড় কেটে সরিয়ে ফেলব।
- মুখমন্ডলের কোথাও পুড়ে গেলে ক্ষতস্থান ঠান্ডা হওয়া এবং ব্যথা না কমা পর্যন্ত পানি ঢালব। প্রয়োজনে, পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাপড় দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ বের করে মুখের বাকি অংশ ঢেকে রাখব।
- পোড়া জায়গা দিয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় জলীয় উপাদান বের হয়ে যায়; ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞান হারাতে পারে। এতে তার রক্তচাপ কমে যায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমে যায় ও শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিব। চিকিৎসকের পরামর্শে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্যালাইন, ব্যথা ও জ্বরের ঔষধ এবং জীবাণুনাশক এন্টিবায়োটিক দিতে পারি। এমনকি ক্ষতস্থান যদি অপরিষ্কার মনে হয় তবে টিটানলও দিতে পারি।
- ডারমাজিন মলম থাকলে সাথে সাথে তা পোড়া স্থানে পুর করা লাগিয়ে দিতে পারি।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সহজে জ্ঞান না ফিরলে অবশ্যই নিকটস্থ চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাব। তবে হাসপাতালে নেয়ার সময় তার শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখব। মনে রাখব, ফোফা পড়লে তার উপরের চামড়া না তুলে ওই স্থান খোলা রাখব; এতে করে ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। তবে পুড়ে যাওয়া অংশ নাড়াচাড়া না করাই ভালো।

Amk vU

Qvovl thtKvb `NObv,
cöKwZK `jhm
tgvKvtej v | ti vMx
cwienžbi Rb''
dvqvi mwwfm |
vwwfj vVtdŷi
mwnvh'' vbe |

`jhm mnbkxj eivj v` k Mno
7g vVncŷKv Kg@wi Kí bv



এই উপকরণটি ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে। উপকরণটিতে প্রদত্ত বক্তব্য বা মতামত কোন জন্মেই ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর অফিশিয়াল বক্তব্য বা মতামতের প্রতিফলন নয়।

আগুন থেকে সাবধান

Amk vU cZŷi vta Ki Yxq
mşutKŷRŷb vbB vbivc`_vK !

“ Amveavb ZvB
Amk vU i cäv
Kvi Y
AZGe AmcZŷi vta
mŷPó nB

মনে রাখব,
শহরে অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ,
বৈদ্যুতিক গোলযোগ,
চুলার আগুন ও
বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা

AvM&vÜ cñZti¼a KiYxq

- বৈদ্যুতিক তার ক্রটিমুক্ত কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করব।
- ইচ্ছিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হব না/কখনো সেরে যাব না।
- খোলা বাতির ব্যবহার যেমন, মোমবাতি, হ্যারিকেন ও কুপি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করব।
- রান্নার পর চুলা নিভিয়ে রাখব। চুলার উপর কাপড় শুকানো পরিহার করব।
- পরিবারের সকল সদস্যকে আগুনের ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করব।
- সহজে আগুন ধরে যায় এমন উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি কমিয়ে দিব।
- বাড়িতে মাকড়সার জাল বিস্তৃত হতে দিব না।
- বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় দাহ্য বস্তু রাখব না; যা সহজে আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে।
- নিরাপদ থাকতে হাতের কাছে সব সময় পানি ও এক বালতি বালি রাখব।
- বাড়িঘর, কল-কারখানা, অফিস, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রাখব, এর ব্যবহার জেনে নিব এবং মেয়াদ শেষে নবায়ন করব।
- শিল্প কারখানার কাছে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখব। মাসে একবার অগ্নি নির্বাপনী মহড়া অনুশীলন করব।
- স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থেকে অগ্নি নির্বাপন ও প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে মাসে অন্তত একবার অগ্নি নির্বাপন বিষয়ক মহড়া অনুশীলন করব।
- ধূমপান করলে অবশিষ্ট অংশ নিভিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলব।
- অগ্নি নির্বাপনে দ্রুত প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে প্রতি এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে যোগাযোগ করব।

mntR tPv¼L cto Ggb -¼b vbKU-'
dvqvi mwmfñi t ÷ k¼bi
t¼vb b¼f ij tL ivLe|
vbR vbR tgvvB¼j
b¼f vU সংরক্ষণ Kiel

Av_b vbv¼Y KiYxq

- আগুন লাগলে আতঙ্কিত হব না। ধীর-স্থির থাকব। প্রথমে আগুন কোথায়, কত তলায় লেগেছে জানার চেষ্টা করব এবং দ্রুত কিন্তু শৃংখলাবদ্ধ ভাবে নিরাপদ স্থানে বেরিয়ে আসব।
- আগুন লাগলে আগে চিৎকার চেষ্টামেচি না করে প্রাথমিক অবস্থায় আগুন নির্বাপনের চেষ্টা করব, প্রাথমিক অবস্থায় আগুন নেভানো সহজ। একই সঙ্গে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসকেও খবর দিব।
- জেনে রাখা উচিত, বেশিরভাগ আগুনেই বিশেষ করে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ও স্কুলে অগ্নি দুর্ঘটনায় ছড়োছড়ি করে একসঙ্গে বেরুণোর সময়, পদদলিত হয়ে অনেক মানুষ মারা যায়।
- মনে রাখব, আগুন উর্ধ্বমুখী এবং আগুনের কারণে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়ে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়, তাই ধোঁয়াময় স্থান দৌড়ে অতিক্রম করব না। হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসব, কেননা ফ্লোর হতে ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বাতাস থাকে।
- আগুনের উৎসের উপর (তেল, গ্যাস রাসায়নিক ও মেটাল জাতীয় আগুন ছাড়া) পানি নিক্ষেপ করব।
- তেল জাতীয় আগুনে বালি নিক্ষেপ করব বা কমল, কাঁথা, ছালা বা মোটা কাপড় ভিজিয়ে চাপা দিব।
- বৈদ্যুতিক আগুনে দ্রুত বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করব।
- পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে/ ফ্লোরে গড়াগড়ি দিব; দৌড়াব না, তাতে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়বে। আগুন লাগলে আশপাশের দাহ্যবস্তু দ্রুত সরিয়ে নিব; প্রয়োজনে দু'একটা কাঁচা ঘর ভেঙ্গে ফেলব। এর ফলে আগুন ছড়াতে পারবে না।
- আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহায়তায় আগুন মোকাবেলার চেষ্টা করব।
- সর্বোপরি, অগ্নি দুর্ঘটনা স্থানে ভিড় না করে ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিব।
- আগুন সবসময় উর্ধ্বমুখী। যদি একটি পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে, তাহলে প্রথমে সেই তলার লোকজনকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিব। এরপর পর্যায়ক্রমে চার ও পাঁচতলার লোকজন এবং সবশেষে দোতলা ও নিচতলার লোকজন শৃংখলাবদ্ধভাবে বেরিয়ে আসব।

g¼b ivLe,
òAvM¼cñZ¼iva e-¼v,
AvM¼bve¼Yi tP¼q DËgÓ